গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

এবং

ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই , ২০১৮ - ৩০জুন, ২০১৯

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা দৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রুপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা

এবং

ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা এর মধ্যে ২০১৮ সালের.....মাসের.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

Overview of the Performance of Dhaka Metropolitan Police

প্রযুক্তি উদ্ভাবনার স্বর্ণশিখরে আরোহিত একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আধুনিকতায় উৎকর্ষমন্ডিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উন্নত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটি জাতির শান্তিপ্রিয়তা ও সুসভ্যতার বহিঃপ্রকাশ। কোন দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হলো সামাজিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উন্নত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। আধুনিক, উন্নয়নশীল বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিধানে নিয়োজিত রয়েছে ঐতিহ্যবাহী এবং প্রধান আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান "বাংলাদেশ পুলিশ" আর ঢাকা মহানগরীর সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে সদা তৎপর "শান্তি শপথে বলীয়ান" "ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ"। ঢাকা মহানগরীর জননিরাপত্তা বিধানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ স্বীয় পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সমন্বয়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও দৃঢ়প্রত্যয়ী।

ঢাকা মহানগরীর আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গণমানুষের চাহিদা ও আস্থার মূর্ত প্রতীক হিসেবে ১৯৭৬ সালের ০১ ফেব্রুয়ারি অর্ডিন্যান্স জারীর মাধ্যমে ১২ টি থানা ও ৬ হাজার সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। প্রয়োজনের নিরিখে ও কালপরিক্রমায় ডিএমপির জনবল ও সাংবিধানিক কাঠামোতেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বর্তমানে ডিএমপিতে ৫০ টি থানা রয়েছে এবং ৩৩,৮১৮জন জনবল রয়েছে। তন্মধ্যে অতিরিক্ত আইজিপি পদমর্যাদার একজন কমিশনার, ডিআইজি পদমর্যাদার ০৬ জন অতিরিক্ত কমিশনার, অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার ১১ যুগ্ম পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ৪২ জন উপপুলিশ কমিশনার রয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ রাজধানীর প্রায় দুই কোটি নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানে সনাতনী অপরাধ, জঙ্গীবাদ, মাদক, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক শৃঙ্খলা বিধানে জনঅংশীদারিত্ব ও সৃজনশীলতাকে তার অন্যতম কর্মকৌশল হিসেবে গ্রহণ করে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলস্বরূপ ২০১৫ সাল থেকে চালু হয়েছে বিট পুলিশিং। প্রথাগত অপরাধ হ্রাস ও মহানগরীর বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে বিট পুলিশিং একটি মাইল ফলক হিসেবে গণ্য হয়েছে। এছাড়াও বিট পুলিশিং এর অন্যতম কার্যক্রম উঠান বৈঠকে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি, সামাজিক এবং চলমান অপরাধ ও মাদক প্রতিরোধ এবং অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ কার্যক্রমে জনসাধারণের অংশীদারিত্বের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। উন্নত বিশ্বের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ন্যায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশেও নাগরিকদের তথ্য সংরক্ষণ ও বাড়ি ভাড়াসহ অপরাধ ব্যবস্থাপনায় এ তথ্য ব্যবহারের লক্ষ্যে ২০১৬ থেকে চালু হয় "Citizen Information Management System" (CIMS) ফলে তথ্য ব্যাতিরেকে বাড়ি ভাড়া কঠিন হওয়ায় সন্ত্রাসী, জঙ্গী ও অন্যান্য অপরাধীর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অপরাধমূলক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়েছে।

পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশেও সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি কার্যক্রম বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। জঙ্গিবাদ নির্মূল, অপরাধীদের গ্রেফতার এবং এ সংক্রান্তে রুজুকৃত মামলা তদন্তের জন্য ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে ডিএমপিতে যুক্ত হয়েছে বিশেষায়িত "Counter Terrorism and Transnational Crime" ইউনিট যা গঠিত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযান, জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের আস্তানা আবিষ্কার ও নিশ্চিহ্নকরণ এবং মামলা তদন্তে পেশাদারি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এছাড়াও মিলিটেন্সি, সাইবার ক্রাইম, ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম এবং বিস্ফোরক, অস্ত্র ও মাদক সংক্রান্তে তথ্য প্রদানের জন্য চালু হয় "Hello CT" অ্যাপস। প্রযুক্তিগত বিপ্লব ও উৎকর্ষতার পাশাপাশি বাড়ছে একটি অন্ধকার জগতের ঝুঁকি, যার নাম সাইবার অপরাধ। সাইবার সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ এবং সাইবার অপরাধে ভিক্টিমদের আইনানুগ সহায়তা প্রদানের জন্য ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম বিভাগে "হেল্প ডেস্ক" চালু করা হয়। তাছাড়াও অত্র বিভাগের নামে থাকা ফেসবুক পেজ (www.facebook.com/cyberctdmp/.) এবং ই-মেইল (cyberhelp@dmp.gov.bd) এর মাধ্যমেও ভিক্টিমদের নানা অভিযোগ গ্রহণ ও তাদের প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দেয়া হয়ে থাকে।

মহানগর এলাকায় সক্রিয় সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র সনাক্তকরণ ও দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসী অস্ত্রধারী গ্রেফতার, অজ্ঞান মলম পার্টি, সংঘবদ্ধ ডাকাত/ছিনতাইকারী/চোরচক্র, গাড়ী/গাড়ীর যন্ত্রাংশ ছিনতাই/চোরচক্র, বৈধ/অবৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশী অপরাধী ও প্রতারকচক্র, ভূয়া ডিবি, জাল টাকা ও জাল স্ট্যাম্প তৈরী চক্র, টেলিফোনে চাঁদাবাজী চক্রের অপতৎপরতা রোধ এবং বিপুল পরিমাণ মাদক ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও দমন, বিভিন্ন পাবলিক নিয়োগ ও ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসকারী চক্র সনাক্তকরণ ও গ্রেফতার এবং ভেজাল বিরোধী অভিযানে ডিএমপির গোয়েন্দা ও অপরাধ তথ্য বিভাগ (ডিবি) মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এবং প্রতিকারে ডিএমপির প্রতিটি থানায় স্থাপন করা হয়েছে নারী ও শিশু বিষয়ক "হেল্প ডেস্ক"এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতাকে চিহ্নিত করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে-২০১১ সালে ডিএমপির আওতায় স্থাপিত হয়েছে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার।

জনবহুল ঢাকা মহানগরীতে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য। নগর পরিকল্পনা উন্নয়নে এমআরটি, বিআরটি ইত্যাদি চলমান বৃহৎ প্রকল্পের ফলে বিদ্যমান সড়ক চলাচল সংকুচিত হলেও ট্রাফিক বিভাগের ৩,৫১৬জন পুলিশ সদস্য অহর্নিশ আইন প্রয়োগ ও যানশৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে মহানগরীর ট্রাফিককে সচল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় ট্রাফিক বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পয়েন্ট ওভার সার্ভিস (POS) ডিভাইসের মাধ্যমে

পৃষ্ঠা : ০৪

ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে দৃশ্য ধারণকরতঃ ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, ট্রাফিক অপরাধ প্রবণতা রোধকল্পে সরবরাহ করা হয়েছে Body Worn Camera। ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী যানবাহনের মালিক/চালকদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানায় প্রসিকিউশন প্রদানের মাধ্যমে ট্রাফিক মামলা জট হ্রাসে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নগরবাসী যেন নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে গাড়ী রাখতে পারে তার জন্য ৫২টি অন স্ট্রিট পার্কিং স্থান নির্ধারণপূর্বক গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও যানজট নিরসনে এ পর্যন্ত মোট ৩৯৮ ট্রাফিক কমিউনিটি পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে। ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও যানজট নিরসনে জনসচেতনতা ও জনসহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ লক্ষ্যে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানাবিধ প্রচার প্রচারণার পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, টার্মিনাল ও সুবিধাজনক স্থানে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বের মত ঢাকার যানজটের হালনাগাদ অবস্থা নগরবাসীকে জানানোর জন্য ১২ নভেম্বর ২০১৭ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্পাইস রেডিও ৯৬.৪ (এফএম) এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ট্রাফিক আপডেট সম্প্রচার করা হচ্ছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভিন্ন দেশের দূতাবাস, রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, কূটনীতিক ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং ২০১৬ সালের ১জুলাই গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারীতে সংগঠিত জঙ্গী হামলার পর এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ়, সমন্বিত ও জোরদার করা হয়েছে।

অপহরণ ও মুক্তিপণ দাবি, টেলিফোনে চাঁদা দাবি, টেলিফোনে হয়রানি ও প্রতারণা, টেলিফোনে হুমকি প্রদান, ইন্টারনেটে হয়রানি ও প্রতারণা, নিখোঁজ ব্যক্তির অনুসন্ধান ও প্রবাসী কল্যাণের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সেবা প্রদানের জন্য ডিএমপি সদরদপ্তরে চালু হয়েছে 'হেল্প ডেস্ক'। তাছাড়া ওয়ানস্টপ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ডেস্কে অনলাইন সেবা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ডিএমপি ওয়েব সাইটে ডিএমপি সম্পর্কিত সকল তথ্য ও কার্যক্রম সন্নিবেশিত আছে। অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ গণমাধ্যমকে সহযোগী শক্তি হিসেবে গণ্য করে এবং বিভিন্ন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সংবাদকর্মীদের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মত বিনিময়ের ফলে নাগরিকদের চাহিদা মোতাবেক জনবান্ধব পুলিশিং ব্যবস্থা চালু করার সুযোগ পেয়েছে। নাগরিকদের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং ডিএমপির কার্যক্রম সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহের জন্য চালু আছে ডিএমপি নিউজ পোর্টাল (www.dmpnews.org)। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানাদি, অপরাধ প্রবণতা, ট্রাফিক অবস্থা জননিরাপত্তা ও জন-শৃঙ্খলা বিধানে ডিএমপি কর্তৃক গৃহীত কার্যকর পদক্ষেপ সম্পর্কে নাগরিকদের ওয়াকিবহাল ও সচেতন করার জন্য ডিএমপির রয়েছে অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ ঢাকা মহানগর এলাকার ভিআইপিগণের বাসভবন ও সকল কর্মসূচী উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা বিধান, ভিভিআইপি মর্যাদার বিদেশী রাষ্ট্র/সরকার প্রধান-এর বাংলাদেশ সফরকালে নিরাপত্তা বিধানসহ দেশী-বিদেশী ভিআইপি মর্যাদার ব্যক্তিবর্গের আবাসন ও চলাচলকালীন নিরাপত্তা বিধান, এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টসমূহ এবং KPI সমূহে নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৩,৯০৬ জনবলের ২২,০৩০ জনই কনস্টেবল। এত বিপুল সংখ্যক ফোর্সের শৃঙ্খলা ও কল্যাণ নিশ্চিত করে পুলিশি কার্যক্রমে যথাযথভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স এবং মিরপুর পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট পুলিশ লাইন্সে ফোর্সের মানসম্মত আবাসন নিশ্চিত করণসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও তাদের প্রশিক্ষণ, বিনোদন, মেস ব্যবস্থাপনা এবং নানাবিধ সেবা প্রদান করা হয়। পূর্বের ০২ শিফট ভিত্তিক ডিউটির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ০৩ শিফট ভিত্তিক ফোর্স মোতায়েন প্রচলন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ফোর্স ব্যবস্থাপনা চালুর মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের যৌক্তিক নিয়োজিতকরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

ফোর্স ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসেবে মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে ডিএমপির পদক্ষেপ প্রণিধানযোগ্য। এ লক্ষ্যে ২০১৭ সালে প্লানিং রিসার্চ এন্ড হিউম্যান রিসোর্চ ডেভেলপমেন্ট বিভাগের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ৪০০টি কোর্সের মাধ্যমে ১৪.৪৯৬ জন পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশপাশি বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে ডিএমপির গৃহীত নিরপত্তা ব্যবস্থা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বাংলা নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উদযাপন, অমর একুশে বই মেলা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, , , ধর্মীয় উৎসব তথা ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল আযহা, আশুরা, শারদীয় দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, বড়দিন, বৌদ্ধ পূর্ণিমা ও জাতীয় শোক দিবস পালনে ডিএমপি ধারাবাহিকভাবে কার্যকরি নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। ২০১৭ সালে ঢাকা মহানগরীতে প্রথমবারের অনুষ্ঠিত ১৩৬তম Inter Parliamentary Union (IPU) এর শীর্ষ সম্মেলন, পানি বিষয়ক আঞ্চলিক সম্মেলন, ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্স, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত ৪৫তম ওআইসি পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন, চীফ্স অফ পুলিশ সম্মেলন এবং বাংলাদেশ ও ইউনেস্কোর যৌথ আয়োজনে E-9 ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মন্ত্রী পর্যায়ের একাদশতম সম্মেলন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলন, পোপ ফ্রান্সিস এর আগমন, ফোক ফেস্ট, লিট ফেস্ট ও ক্লাসিকাল মিউজিক ফেস্ট, অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফরে ডিএমপি দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে নিরাপত্তা প্রদান করেছে যা ভবিষ্যতের জন্য উদাহরণ হিসেবে থাকবে।

পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যাবহার ও নানামুখী কৌশলের সমন্বয়ে ঢাকা মহানগরীর প্রায় দুই কোটি নাগরিকের শান্তি -শৃঙ্খলা রক্ষা ও জানমালের নিরাপত্তা বিধানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদা অঙ্গীকারবদ্ধ।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ:

- ঢাকা মহানগরীর নাগরিকদের তুলনায় অপর্যাপ্ত জনবল
- লজিস্টিক সার্পোট তথা অপর্যাপ্ত যানবাহন, যুগপোযোগী ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রের স্বল্পতা এবং অফিসার ও ফোর্সের আবাসন সমস্যা।
- যুগপোযোগী ও বিজ্ঞান ভিত্তিক তদন্ত প্রক্রিয়ার অপ্রতুলতা।
- বর্তমান প্রেক্ষাপটে জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ ও সাইবার ক্রাইম মোকাবেলা।
- আধুনিক ও আইটি টেকনোলজি বেসড প্রশিক্ষণের অভাব।
- জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ।
- নগরীতে চলমাল বৃহৎ প্রকল্পসমূহ যেমন: এমআরটি, বিআরটি ইত্যাদির প্রেক্ষিতে যান ও জন চলাচল স্বাভাবিক রাখা।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা সমূহঃ

- ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জনসংখ্যা ও পুলিশের অনুপাত অন্যূন ৩৫০.১ এ নামিয়ে জনগণের দ্বারপ্রান্তে পুলিশের সেবা পৌছে দেয়া।
- জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশের পাশাপাশি প্রবর্তিত বিট পুলিশকে অধিকতর কার্যকরী করা।
- প্রো-একটিভ এবং জনসম্পৃক্ত পুলিশিং এর মাধ্যমে কার্যকরভাবে অপরাধ উদঘাটন ও দমন করা।
- অপরাধ দমনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার এবং ডিজিটাল অপরাধ ডাটাবেজকে আরো গতিশীল করা।
- জবানবন্দীভিত্তিক তদন্তের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসপূর্বক বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তের মাধ্যমে অপরাধ উদঘাটন প্রক্রিয়া জোরদার করা।
- পুলিশের মাঠ পর্যায়ের জনবলের মানোন্নয়সহ সমসাময়িক কৌশলগত বিষয়াবলীর সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে আধুনিক যুগপোযোগী ও আইটি টেকনোলজি বেসড প্রশিক্ষণ প্রদান বৃদ্ধি করা।
- জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- মাদকবিরোধী অভিযান জোরদারের মাধ্যমে মাদক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।
- ডিএমপি ওয়েবসাইট, ডিএমপি নিউজ পোর্টাল, ফেসবুক পেইজ ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে সেবা প্রত্যাশীদের সাথে আরও কার্যকর মেলবন্ধন তৈরী করা।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস, অনলাইনে অভিযোগ ও তথ্য প্রদান, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, সিটিজেন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিআইএমএস), ই- ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস ইত্যাদি সেবাসমূহকে অধিকতর উন্নতকরণসহ জন বান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করা।
- সেবার মান উন্নয়নে মোবাইল ট্র্যাকার, পোর্টেবল এক্সপ্লোসিভ ডিটেকটর, পোর্টেবল ড্রাগ ডিটেকটর, আইপি ট্র্যাপার ইত্যাদি সেবার সংযোগ করা।
- রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১, বাংলাদেশ পুলিশের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৮-২০২০, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০১৮-২০২০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর শক্তিশালীকরণসহ সর্বক্ষেত্রে পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।
- ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এলাকার যে সকল থানার নিজস্ব থানা ভবন নেই সেই সকল থানার নিজস্ব থানা ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও বরাদ্দ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- অপরাধ তদন্তে প্রচলিত পেশাদার সোর্স এর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা এবং পর্যায়ক্রমে পেশাদার সোর্স এর নির্ভরশীলতা শূন্যের কোটায় নিয়ে আসা।
- ডিএমপি'র সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদমর্যাদার ৩৫১৩ টি, ট্রাফিক কারিগরী ইউনিট গঠনের জন্য ৬১ টি, মিরপুরস্থ পিওএম পুলিশ লাইন্স -এ ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ২৮ টি এবং নতুন ০৩ টি থানা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩৮৭ টি পদের প্রস্তাব পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

- জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশের পাশাপাশি প্রবর্তিত বিট পুলিশি ব্যবস্থা প্রচলন।
- প্রো-একটিভ এবং জনসম্পৃক্ত পুলিশি ব্যবস্থা প্রচলন।
- অপরাধ দমনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার এবং ডিজিটাল অপরাধ ডাটাবেজ প্রচলন।
- ডিএমপি ওয়েবসাইট, ডিএমপি নিউজ পোর্টাল, ফেসবুক পেইজ ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে সেবা প্রত্যাশীদের সাথে আরও কার্যকর মেলবন্ধন তৈরী করণ।
- অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, সিটিজেন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিআইএমএস), ই- ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস ভিডিও পদ্ধতিতে ট্রাফিক প্রসিকিউশন ইত্যাদি সেবাসমূহ চালু করণ।
- জঙ্গিবাদ নির্মূল, অপরাধীদের গ্রেফতার এবং এ সংক্রান্তে রুজুকৃত মামলা তদন্তের জন্য ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে ডিএমপিতে যুক্ত হয়েছে বিশেষায়িত "Counter Terrorism and Transnational Crime" ইউনিট যা গঠিত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযান, জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের আস্তানা আবিষ্কার ও নিশ্চিহ্নকরণ এবং মামলা তদন্তে পেশাদারি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
- জঙ্গীবাদ ও সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষিত জনবল ও সরঞ্জামাদি অর্জন (লজিস্টিক্স, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার)।
- এছাড়াও মিলিটেন্সি, সাইবার ক্রাইম, ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম এবং বিস্ফোরক, অস্ত্র ও মাদক সংক্রান্তে তথ্য প্রদানের জন্য চালু হয় "Hello CT" অ্যাপস চালু করণ, ভিক্টিমদের আইনানুগ সহায়তা প্রদানের জন্য সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম বিভাগে "হেল্প ডেস্ক" চালু করণ, ফেসবুক পেজ (www.facebook.com/cyberctdmp/.) এবং ই-মেইল (cyberhelp@dmp.gov.bd) এর মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় সাপোর্ট প্রদান।

- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এবং প্রতিকারে ডিএমপির প্রতিটি থানায় নারী ও শিশু বিষয়ক "হেল্প ডেস্ক" স্থাপন।
- ঢাকার যানজটের হালনাগাদ অবস্থা নগরবাসীকে জানানোর জন্য ১২ নভেম্বর ২০১৭ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্পাইস রেডিও ৯৬.৪ (এফএম) এর মাধ্যমে ট্রাফিক আপডেট সম্প্রচার কার্যক্রম চালুকরণ।
- নাগরিকদের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং ডিএমপির কার্যক্রম সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহের জন্য ডিএমপি নিউজ পোর্টাল (www.dmpnews.org) এর কার্যক্রমের ব্যপ্তি বৃদ্ধিকরণ।
- অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশপাশি বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা প্রদানসহ ২০১৭ সালে ঢাকা মহানগরীতে প্রথমবারের অনুষ্ঠিত ১৩৬তম Inter Parliamentary Union (IPU) এর শীর্ষ সম্মেলন, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত ৪৫তম ওআইসি পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন, পানি বিষয়ক আঞ্চলিক সম্মেলন, ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্স, চীফ্স অফ পুলিশ সম্মেলন এবং বাংলাদেশ ও ইউনেস্কোর যৌথ আয়োজনে E-9 ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মন্ত্রী পর্যায়ের একাদশতম সম্মেলন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলন, পোপ ফ্রান্সিস এর আগমন, ফোক ফেস্ট, লিট ফেস্ট ও ক্লাসিকাল মিউজিক ফেস্ট, অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফরে ডিএমপি দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে নিরাপত্তা প্রদান।
- যানজট সহনশীল রাখার লক্ষ্যে আইন মান্যতার সংস্কৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপকহারে উল্টোপথে যাতায়াতকারী, অবৈধ/অনুনমোদিত স্টিকার, কালো কাঁচ, হাইড্রোলিক হর্ণ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কার্যকর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এলাকার, পল্লবী, লালবাগ, দক্ষিণখান, খিলগাঁও, মুগদা, শাহজাহানপুর, তুরাগ, সবুজবাগ ও রূপনগর থানার জন্য নিজস্ব থানা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে জমির বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
- আঞ্চলিক পুলিশ লাইন্স নির্মানের জন্য জমির বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং অধিগ্রহণ করা হয়েছে ও হচ্ছে। উত্তরায় ১০.০০ একর, পশ্চিমাঞ্চল আঞ্চলিক পুলিশ লাইন্স এর জন্য ১০.০০ একর, পূর্বাচলে ৭.৯৫১ একর জমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
- থানা ভবন, অন্যান্য প্রশাসনিক ভবনসহ বিভিন্ন জরাজীর্ন বিল্ডিং সংস্কার, আধুনিক ভবন নির্মান, আঞ্চলিক ভবন নির্মান, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করা হয়েছে।
- ডিএমপি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে নন-পুলিশ (সিভিল) বিভিন্ন পদমর্যাদার ১৭ টি ও ডিএমপি'র হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প এলাকায়"হাতিরঝিল" থানা স্থাপন এবং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭১টি পদের মঞ্জুরী পাওয়া গেছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

- কমিউনিটি পুলিশের পাশাপাশি প্রবর্তিত বিট পুলিশের মাধ্যমে আরও জনসম্পৃক্ত পুলিশ হিসেবে জনগনের আরও কাছাকাছি পৌছানো।
- প্রো-একটিভ এবং জনসম্পৃক্ত পুলিশিং এর মাধ্যমে কার্যকরভাবে অপরাধ উদঘাটন ও দমনে সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা।
- জঙ্গীবাদ ও সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষিত জনবল ও সরঞ্জামাদি অর্জন বৃদিধ করা।
- মাদকবিরোধী অভিযান জোরদারের মাধ্যমে মাদক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।
- ডিএমপি ওয়েবসাইট, ডিএমপি নিউজ পোর্টাল, ফেসবুক পেইজ ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে সেবা প্রত্যাশীদের সাথে আরও কার্যকর মেলবন্ধন তৈরী করা।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস, অনলাইনে অভিযোগ ও তথ্য প্রদান, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, সিটিজেন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিআইএমএস), ই- ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস ইত্যাদি সেবাসমূহকে অধিকতর উন্নতকরণসহ জন বান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করা
- ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল বৃদ্ধি এবং যুগোপযোগী ও প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।
- আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ব্যক্তি নিরাপত্তায় অত্যাধুনিক এন্টি রায়ট ও সুইপিং ইকুইপমেন্ট সংযোজন।
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জাম সংযোজনের ফলে বিজ্ঞান ভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর তদন্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সড়কে সংঘটিত অপরাধ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।
- যানজট সহনশীল রাখার লক্ষ্যে আইন মান্যতার সংস্কৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপকহারে উল্টোপথে যাতায়াতকারী, অবৈধ/অনুনমোদিত স্টিকার, কালো কাঁচ, হাইড্রোলিক হর্ণ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কার্যকর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ।
- সম্পূর্ণ নারী কর্মকর্তা ও সদস্যদের পরিচালনায় স্বতন্ত্র উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের মাধ্যমে নারী সদস্যদের সম্পৃক্তকরণ পূর্বক নারী ও শিশু ভিকটিমদের প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করণ।

উপক্রমণিকা (Preamble)

আমি মোঃ আছাদুজ্জামান মিয়া বিপিএম (বার) পিপিএম, কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর প্রতিনিধি হিসেবে মাননীয় ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকবো।

আমি ডঃ মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার), ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি হিসেবে, কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

....

তারিখ

মোঃ আছাদুজ্জামান মিয়া বিপিএম (বার), পিপিএম
কমিশনার
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।

....

তারিখ

ডঃ মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার)
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision) ঃ

"For Better and Safer Dhaka" মূলমন্ত্রকে ধারণ করে মহানগরীর সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে বিশ্বাস ও আস্থাভাজন, যোগ্য, দক্ষ, নিবেদিত ও পেশাদার পুলিশ সদস্যগণ কর্তৃক মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাসযোগ্য ও নিরাপদ ঢাকা মহানগরী নিশ্চিত করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ

জনগোষ্ঠীর সক্রিয় সহযোগিতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন প্রয়োগ, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ ভীতি হ্রাস, জন-নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) ঃ

১.৩.১ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর কৌশলগত উদ্দেশ্য ঃ

(ক) রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১- এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নগরবাসীকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান ও আইনের শাসন জোরদারকরণ।
(খ) বিজ্ঞান ভিত্তিক তদন্ত জোরদারকরণ।
(গ)আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ দমনে নগরবাসীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ।
(ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নগরবাসীকে প্রদেয় সেবা সহজীকরণ।
(ঙ) জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরন।
(চ) জন অংশীদারিত্বমূলক পুলিশী ব্যবস্থার প্রবর্তন/প্রচলন।
(ছ) আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
(জ) মানব সম্পদ উন্নয়ন।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।
(খ) প্রশাসনিক কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন।
(গ) আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ।
(ঘ) দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলি (Function) ঃ

(১) অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণ।
(২) অপরাধ তদন্ত কার্যক্রম, অপরাধী সনাক্তকরণ, গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল, সমন জারি ও সাক্ষী হাজিরকরণসহ মামলা নিষ্পত্তিতে আদালতে রাষ্ট্রপক্ষকে সমর্থন করা।
(৩) জনবান্ধব পুলিশিং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে পুলিশের সেবা কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করা।
(৪) গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকারী ভূমিকা পালন করা।
(৫) জন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা।
(৬) ভিভিআইপি, ভিআইপি ও গুরত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তাসহ জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় সকল অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা প্রদান করা।
(৭) ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ও উইমেন হেল্প ডেস্ক এর মাধ্যমে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের সেবা প্রদান করা।
(৮) মহানগরীকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে মাদক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা।
(৯) নগরবাসীকে সহজ ও স্বল্প সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ডিজিটাল পুলিশ সার্ভিস গড়ে তোলা।
(১০) মানব সম্পদ উন্নয়নে যুগপোযোগী ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
(১১) জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করা।
(১২) গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে নগরবাসীকে পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রমে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা।
(১৩) জেন্ডার সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

ক্রমিক নং	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	CDMS	Crime Data Management System
২	NID	National Identity Card

সংযোজনী ২

বাংলাদেশ পুলিশ এর কর্মসম্পাদন সূচক এবং পরিমাপন পদ্ধতির বিবরণ ঃ

ক্রঃনঃ	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১.	১.১.১ অপরাধ তদন্ত নিষ্পত্তি	পুলিশ প্রতিবেদনের যোগফল	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	ক্রাইম বিভাগসমূহ হতে সংগৃহীত	
২.	১.১.২ সনাক্তকৃত অপরাধী	অভিযোগপত্রভূক্ত আসামির সংখ্যা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	ক্রাইম বিভাগসমূহ হতে সংগৃহীত	
৩.	১.১.৩ গ্রেফতার কার্যকরণ ও গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল	তামিলকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ অন্যান্য গ্রেফতারের সংখ্যা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	ক্রাইম বিভাগসমূহ হতে সংগৃহীত	
৪.	১.১.৪ সমন জারী	জারীকৃত সমন এর সংখ্যা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	ক্রাইম বিভাগসমূহ হতে সংগৃহীত	
৫.	১.১.৫ সাক্ষী হাজির করণ	হাজিরকৃত সাক্ষীর সংখ্যা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	ক্রাইম বিভাগসমূহ হতে সংগৃহীত	
৬.	১.১.৬ Beat Policing এর মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম (উঠান বৈঠক)	Beat Policing এর মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমের সংখ্যা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	ক্রাইম বিভাগসমূহ হতে সংগৃহীত	
৭.	১.১.৭ বিজ্ঞান ভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা	ফরেনসিক সাইন্স ও সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সংখ্যা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	ক্রাইম বিভাগসমূহ হতে সংগৃহীত	
৮.	১.১.৮ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার	উদ্ধারকৃত অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	ক্রাইম বিভাগসমূহ হতে সংগৃহীত	
৯.	১.১.৯ উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের মূল্য (টাকায়)	উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বাজার মূল্য (টাকায়)	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	ক্রাইম বিভাগসমূহ হতে সংগৃহীত	
১০.	১.২.১ সড়ক দূর্ঘটনায় গৃহীত মামলা	সড়ক দূর্ঘটনায় গৃহীত মামলার সংখ্যা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	ট্রাফিক বিভাগ হতে সংগৃহীত	
১১.	১.২.২ সড়ক ব্যবস্থাপনায় রুজকৃত মামলা	সড়ক ব্যবস্থাপনায় রুজকৃত মামলার সংখ্যা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	ট্রাফিক বিভাগ হতে সংগৃহীত	
১২.	১.৩.১ কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রম	কমিউনিটি পুলিশিং এর বিভিন্ন কার্যক্রম	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	ক্রাইম বিভাগসমূহ হতে সংগৃহীত	
১৩.	১.৪.১ সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণে ব্যয়িত কর্মঘন্টা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	PR&HRD বিভাগ হতে সংগৃহীত	
১৪.	১.৪.২ রিসার্চ কার্যক্রম	রিসার্চ কার্যক্রমে ব্যয়িত কর্মঘন্টা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	PR&HRD বিভাগ হতে সংগৃহীত	
১৫.	১.৫.১ One Stop Service	Police Clearence গ্রহীতার সংখ্যা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	DMP HQ হতে সংগৃহীত	
১৬.	১.৫.২ Online এ অভিযোগ ও তথ্য প্রদানের সুযোগ	DMP Website এ প্রবেশকারীর সংখ্যা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	DMP HQ হতে সংগৃহীত	
১৭.	১.৬.১ সেবা (প্রাক পরিচিতি, জাতিসংঘ মিশন, ইমিগ্রেশন) সংখ্যা	পুলিশ ভেরিফিকেশন, ইমিগ্রেশন সেবা ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	DMP HQ হতে সংগৃহীত	
১৮.	১.৬.২ উইমেন্স সাপোর্ট সেন্টার	প্রবাসী, নারী ও শিশু ভিকটিম সেবা গ্রহীতার সংখ্যা	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	Victim Support Center হতে সংগৃহীত	

সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তা সমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রত্যাশার মাত্রা উল্লেখ করুন	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)	মেডিকেল রিপোর্ট/পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট	যথাসময়ে মেডিকেল রিপোর্ট প্রদান	মামলার ঘটনায় বিশেষজ্ঞ মতামত বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করা ও মামলার গতি প্রকৃতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখা	৯০%	প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন না হওয়া ও দোষী ব্যক্তি বিচারের সম্মুখীন না হওয়া
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পিপি ও এপিপি কর্তৃক মামলা পরিচালনা	রাষ্ট্রপক্ষের মামলা পরিচালনা	রাষ্ট্রপক্ষের মামলা পরিচালনায় আইনী পরামর্শ প্রদান	৯০%	মামলা পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটবে ও মামলা নিষ্পত্তি হবেনা
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (বিআরটিএ)	দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ির ফিটনেস সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি যাচাইকরণ	সড়ক দুর্ঘটনা মামলা তদন্তে বিশেষজ্ঞ মতামত	৯০%	সড়ক দুর্ঘটনায় মামলার ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হবে
তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিজ্ঞান ভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা ও ইমিগ্রেশন সেবা	তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক যন্ত্রপাতি ক্রমের বিশেষজ্ঞ মতামত	তদন্ত কার্যক্রমে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ মতামত	৯০%	বিজ্ঞান ভিত্তিক বিচার প্রক্রিয়া ব্যহত হবে।